দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ১০৭ জন

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মাত্র ৭ জন

■ ওয়াদুদ আলী, রংপুর প্রতিনিধি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অর্থাৎ অধ্যাপক পদে মাত্র ৭ জন রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি বিভাগের মধ্যে মাত্র চারটি বিভাগে রয়েছে অধ্যাপক পদ। এদিকে, প্রায় সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৩২ জন। এর মধ্যে ২৫ জন শিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদের শিক্ষা ছুটিতে। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের ৩০তম এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। সর্বশেষ ২০০৯ সালে দুজন অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হলেও একজন কিছুদিন পরেই চাকরি ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীতে আর জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি।

জানা গেছে, ছয়টি অনুষদভুক্ত ২১টি বিভাগের মধ্যে বাংলা বিভাগে তিনজন, অর্থনীতি বিভাগে একজন, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে একজন এবং গণিত বিভাগে রয়েছেন দুজন অধ্যাপক। বাকি ১৭ বিভাগে সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকরাই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১শ' ৮৮ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন অধ্যাপক রয়েছেন। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ জনের জন্য একজন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ জনের জন্য একজন এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৯ জনের জন্য একজন অধ্যাপক রয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক জানান, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫০ জনের জন্য কমপক্ষে একজন অধ্যাপক থাকা দরকার। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১শ' ৮৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন অধ্যাপক রয়েছেন। অধ্যাপকের সঙ্কট শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা গ্রহণ বাধাগ্রস্ত করবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক নিয়োগ না দেয়ার অন্যতম কারণ উপাচার্যের একাধিক পদ দখল করে রাখা বলে জানান শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখা যায়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন জুনিয়র শিক্ষকরা, যাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এক থেকে দুই বছর।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে ১০৭ জন শিক্ষক রয়েছেন, তাদের অনেকেই বিভাগীয় প্রধানসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে জড়িত।

বিভাগগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ইংরেজি বিভাগের সাতজন শিক্ষকের তিনজন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাতজন শিক্ষকের তিনজন, রসায়ন বিভাগের আটজন শিক্ষকের তিনজন ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নয়জন শিক্ষকের তিনজন আছেন বিভিন্ন মেয়াদের শিক্ষা ছুটিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু থাকায় এসব বিভাগের একজন শিক্ষককেই নিতে হচ্ছে ১০-১২টি কোর্স। ফলে যেমন ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম তেমনি শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অপরদিকে মামলার অজুহাত দেখিয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পাঁচটি ব্যাচের ২৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। এরমধ্যে একজন শিক্ষা ছুটিতে আছেন। অপরদিকে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাতটি ব্যাচের ৪৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের ৩০তম এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। সর্বশেষ ২০০৯ সালে দুজন অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হলেও একজন কিছুদিন পরেই চাকরি ছেড়ে চলে যান